ইসলাম ও অর্থনীতি: সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা



সংগৃহীত ছবি

সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ হওয়ায় ইসলামে অর্থনীতির ভিত্তি দাঁড়িয়েছে ন্যায়, সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। আধুনিক বিশ্বে ইসলামিক ব্যাংকিং সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম দেশে এ খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে সুদমুক্ত ব্যাংকিংকে টেকসই করতে প্রয়োজন স্বচ্ছ নীতি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সমন্বয়।

ইসলামী অর্থনীতি সুদভিত্তিক লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে সুদকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এটি সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণ সৃষ্টি করে। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি শুধু মুনাফা নয়; বরং ন্যায়বিচার, সমতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং বা ইসলামিক ব্যাংকিং হলো এমন এক আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে লেনদেন হয় প্রকৃত সম্পদের ওপর ভিত্তি করে। মুনাফা নির্ভর করে ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও প্রকৃত বিনিয়োগের সাফল্যের ওপর। এখানে মুদারাবা, মুরাবাহা, ইজারা, মোশারাকা ইত্যাদি চুক্তির মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করা হয়। ফলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশসহ বহু দেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এখন একটি শক্তিশালী খাত। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতেও সুদমুক্ত ব্যাংকিং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে এর চাহিদা বাড়ছে কারণ এটি শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং অর্থনৈতিক ন্যায্যতার দিক থেকেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

তবে এই খাতকে টেকসই করতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন—

বিশ্ব অর্থনীতির মূলধারায় সুদভিত্তিক কাঠামো বিদ্যমান,

দক্ষ ইসলামিক অর্থনীতিবিদ ও গবেষকের ঘাটতি,

আইনগত জটিলতা ও নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা,

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব।

ভবিষ্যতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং সফল করতে হলে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সঠিক শারিয়া কমপ্লায়েন্স, প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ জনশক্তি এবং বৈশ্বিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং শুধু ধর্মীয় বিধান পালনের মাধ্যম নয়; বরং এটি হতে পারে বৈষম্যহীন, ন্যায্য ও মানবিক অর্থনীতির এক টেকসই বিকল্প। যদি স্বচ্ছ নীতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়, তবে ইসলামিক ব্যাংকিং আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হতে পারে।